সেইনারী :

পাঁচের দশকের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি কবিতা সিংহ। কবিতার পাশাপাশি গল্প-উপন্যাসের অঙ্গনেও সমানভাবে পদচারণা করেছেন তিনি। তবে মূলত কবি হিসেবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন বাংলা সাহিত্যের জগতে। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে কবিতা লিখলেও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও তাঁর কবিতা অত্যন্তপ্রাসঙ্গিক। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি একেবারেই স্বতন্ত্র।তাঁরচিন্তা-ভাবনা, সাহিত্য রচনা – সবকিছুই সমসময়ের থেকে অনেকখানি এগিয়ে ছিল। এক অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর স্বরে। সমাজের একপার্শ্বিকতাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি। কল্পনা করেছিলেন এক নতুন ভবিষ্যতের। শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্যক্তিসত্তার জাগরণ তিনি আকাঙক্ষা করেছিলেন। তাঁর কবিতার প্রতিটিপক্তিজুড়ে চলতে থাকে মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের পালা। বোধের জগতে, চেতনার জগতে তৈরি হয় এক টানাপড়েন; যেখানে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে নতুন করে, নতুনভাবে।

কবিতা সিংহের একটি বিখ্যাত কবিতা হলো সেই নারী স্বল্প পরিসরে তিনি নারীর যে রূপ ব্যাখ্যা করেছেন তা সত্যিই পাঠকের এক উপলব্ধির অন্য জগত নিয়ে যায়। লেখিকা বলেছেন এই সমাজে নারী চোখ উঁচু করে কথা বলার মতো ক্ষমতা দেয়না এই সমাজ। তাই অধোনেত্রে বা চোখ নিচু করে পেছনের জগত অর্থাৎ অতীত জীবনকে অনুসরণ করে চলতে হয়। তাই কবি বলেছেন-

“সেই অধোনেত্রে পিছনে জগৎ রেখে স্থির”

আসলে জীবনে তার নিজস্ব মতামত করার শক্তি বা সুযোগ থাকে না। কারণ তার মুখে ভয় কিংবা দুঃখ এক হয়ে যায় সকল পার্থিব বিষয়ে। তাই নারীকে সবসময় মুখ বুজে চলতে হয়। এই পৃথিবীতে সকল বাধার সন্মুখিন হতে হয় নারীকেই। নারীর মুখে মসীরেখা হবার পেছনে কবি বলেছেন সমাজে তার অবস্থান নিয়ে, তার নিজস্ব জগৎ নেই, অন্যদের ভালো রাখাই যে নারীর আসল বেঁচে থাকা। তাই কবি বলেছেন-

“ভয়, মুখে শত মসীরেখা/ দুঃখ যদি ভীতি যদি/ তীক্ষ্ণ টানে এঁকে এঁকে রাখে।”

চুল হল নারীর অলংকার আর মুখ যেহেতু মনের আয়না আর সেই মুখের মধ্যে ফুটে ওঠে দুঃখ বেদনা, চুলের মধ্যে জমাট বাঁধা আছে শত বেদনা, দুঃখের কথা। আর হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে রক্তের আভা, আর ওই কৃষ্ণ কালো চুলের প্রতিটির গোঁড়ায় যেন তার দুঃখের ও বেদনা চিহ্ন রেখে গেছে। তাই কবি বলেছেন-

“ দুঃখ ঠিক দেহ ঘিরে রেখে গেছে নিজের সঙ্কেত।”

ঝড়ের রাতে সারা রাত্রি জানালা বন্ধ রেখেও কারো পায়ের শব্দ পেয়ে সে আশায় বুক বাঁধে যে, সে যার আগমনের প্রতীক্ষা করেছে সে হয়তো এসেছে। হৃদয় সারা রাত রক্ত জবার মতো ফুটে ওঠে, কিংবা দুঃখ ভুলে হাসি মুখ ফুটে ওঠে প্রিয় মানুষের আগমনবার্তা, কিন্তু শেষে তার মনের ইচ্ছে আর সফল হয় না। তাই কবি বলেছেন-

" কাহার চরণ ধ্বনি, যে ধ্বনি কামনা সে তো নয়/ বুকের মুঠোয় ফোটে সারারাত রক্তজবা ভয়।"

বস্তুত আপাত দুর্বোধ্যতা আধুনিক কবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কবিতা সিংহের 'সেই নারী' কবিতায় তার ব্যতিক্রম নয়। পঙক্তি বয়ে যত গভীরে প্রবেশ করা যায় ততই নারীর দুঃখের কথা শোনা যায়। জীবনের ঝড়ে যখন এলোমেলো হয় দিনরাত্রি তখন সকল ব্যথা বন্ধ করে নারী প্রতিষ্ঠা করে তার ভালোবাসার মানুষের পদ শব্দ পেয়ে। প্রিয় মানুষের আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে হৃদয়। কিন্তু সে পদ শব্দ কামনা করে সেই শব্দ হৃদয়ে থেকে যায়, ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছায় না।